MAR. 20 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ... ৩ ....

ভোরের কাগজ

টিএসসি পরিচালনায় নতুন নীতিমালা

মূলধারার সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ, মহড়া কক্ষের বরাদ্দ এনজিওর নামে

প্রতীক ইজাজ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) পরিচালনার জন্য সম্প্রতি প্রণীত নীতিমালার ফলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে টিএসসি কেন্দ্রিক মুক্তবুদ্ধি ও মূলধারার সংস্কৃতি চর্চা।

নতুন নীতিমালা প্রকাশ না করা হলেও ঐ নীতিমালার কথা বলে কেন্দ্রের মহড়া কক্ষ ছেড়ে দেওয়ার লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই ছেড়ে দেওয়া বেশ কয়েকটি কক্ষ ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছে সরকারি দলের তথাকথিত সংস্কৃতি কর্মীরা। ফলে এতোদিন ধরে যেসব সংগঠন টিএসসিকে প্রাণান্ত করে রেখেছিল তাদের ভীষণ অসহায় সময় কাটেছে। নীতিমালার দ্বৈত প্রয়োগে জিম্মি হয়ে পড়েছে টিএসসির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও।

এদিকে নীতিমালা প্রণয়নের দেড় মাস পরও তা প্রকাশ করা নিয়ে টালবাহানা শুরু করেছে প্রণয়ন কমিটি। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, জাতীয়তাবাদী ইসলামী ধারার সংস্কৃতি চালু করার জন্যই এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি আহ্বায়ক ও টিএসসির উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ আবুল কালামের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, একটি দলের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য যারা এতোদিন সংস্কৃতি চর্চার নামে যাচ্ছেতাই করেছে, তাদের থেকে টিএসসিকে দখলমুক্ত করার জন্যই এই নীতিমালা। কিন্তু নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে তিনি অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাকে বারবার অনুরোধ করা হলে টিএসপিতে প্রকাশ্যে তিনি রাগান্বিত স্বরে বলেন, যেমন ইচ্ছে তেমন নীতিমালা করবো, তাতে কার কি? ফলে নীতিমালার বৈধতা ও প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে সাংস্কৃতিক মহলে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ আবুল কালামের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব পুনঃস্থাপন সম্পর্কিত কমিটির এক যৌথ সভায় এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে, একটি প্রস্তাবনাসহ মোট ১৩টি ধারা রয়েছে এতে। নীতিমালার উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হলো—কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন এককভাবে কোনো মহড়া কক্ষ ব্যবহার করতে পারবে না, একটি শিফটে সর্বোচ্চ এক মাস একাধারে মহড়া করতে দেওয়া যেতে পারে, মহড়া চলবে দুপুর আড়াইটা থেকে দুই ঘন্টা করে মোট তিন শিফটে, মহড়া উপযোগী কোনো জিনিসপত্র, সে, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কক্ষে রাখা যাবে না, কেন্দ্রের অভ্যন্তরভাগে ক্যাফেটেরিয়া, গেমস রুম ও সুইমিংপুল সংলগ্ন এলাকায় মহড়া করতে দেওয়া হবে না, বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত বা বাইরের কোনো সংগঠন মহড়া করতে পারবে না এবং কক্ষ ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত সংগঠনকে ১০০ টাকা বুকিং ফি (অফেরতযোগ্য) প্রদান করতে হবে।

নতুন এই নীতিমালাকে অবৈধ ও সরকারি দলের ইঙ্গিতে করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তারা বলেছেন, এর ফলে টিএসসিতে মুক্ত চিন্তা-চেতনার সংস্কৃতি চর্চার পথ বন্ধ হলো। এ বিষয়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার বলেন, নীতিমালা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তার প্রয়োগ যেন সার্বজনীন হয়।

ইতিমধ্যেই প্রণীত নীতিমালা ভঙ্গের ব্যাপারে ব্যাপক অভিযোগ করেছে বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক বিপাশ আনোয়ারের নেতৃত্বে সেবা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন সম্পূর্ণ অবৈধভাবে টিএসসির বেশ কয়েকটি কক্ষ দখল করেছে। সংস্কৃতি কর্মীরা অভিযোগ করেছেন, বিপাশ আনোয়ার মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এনজিওভিত্তিক সংগঠন সেবাসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনকে কক্ষ বরাদ্দ দিয়েছে।

তারা আরো অভিযোগ করেছেন, টিএসসির মহড়া কক্ষ ও সাংস্কৃতিক চর্চা পুরোটাই এখন আনোয়ারসহ বেশ ক'জন বিএনপির তথাকথিত সংস্কৃতি কর্মীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। নীতিমালা অনুযায়ী কোনো সংগঠনকেই এককভাবে কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হবে না বলা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল একাধিক কক্ষ দখল করে রেখেছে কেন— এই প্রশ্নের উত্তরে সংগঠনের সভাপতি বিপাশ আনোয়ার বলেন, আমরা একই সঙ্গে শিল্পের অনেকগুলো শাখা ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

মূলধারার সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ, মহড়া

● শেষের পাতার পর

নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু কক্ষগুলো দিনের পর দিন তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে।

এদিকে, কক্ষ ছেড়ে দেওয়ার নোটিশপ্রাপ্ত দৃষ্টি, সড়ক, ঢাকা পদাতিকসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন উক্ত নোটিশে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, মহড়া কক্ষ ব্যবহারের লিখিত বৈধ অনুমোদন তাদের আছে। আর তাছাড়া এই কক্ষগুলোতে অন্যান্য ৬/৭টি সংগঠনও নিয়মিত ও অনিয়মিত ও অনিয়মিত মহড়া করে থাকে। অথচ খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে সংস্কৃতি চর্চা করে না এমন অনেক সংগঠনকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে টিএসসি পরিচালক আলমগীর হোসেন বলেন, নোটিশ দেওয়ার ব্যাপারে কিছু এলোমেলো বিষয় রয়েছে। আমরা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলবো।

এদিকে টিএসসি এলাকায় সরজমিন দেখা গেছে, টিএসসির নিয়মনীতি ভঙ্গ করে ...র সংগঠনটি দেয়ালে বিশাল ... ঝুলিয়েছে।